সামান্য একটু ডিটেইল

আদানিয়া শিবলি

অনুবাদ
ওয়াহিদ কায়সার
ফায়েকুজ্জামান ফাহাদ

ঐতিহ্য

মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নড়ল না। আকাশ পর্যন্ত অনুর্বর পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশ স্তরে স্তরে জেগে উঠেছিল, সেই মরীচিকার ভারে সেগুলো কেঁপে উঠছিল নিঃশব্দে, আর তীব্র দুপুরের সূর্যালোক ফিকে হলুদ পাহাড়ের রেখাগুলোর আকারকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছিল। এসবের মধ্যে যা একটু বোঝা যাচ্ছিল তা হলো, একটা ক্ষীণ বাঁকানো সীমারেখা যা উদ্দেশ্যহীনভাবে পাহাড় ঘেঁষে বয়ে চলেছিল, আর মাটির ওপর পড়ে ছিল শুকনো কাঁটাযুক্ত গুল্ম আর পাথরের ছায়া। এসবের বাইরে আর কিছু ছিল না, শুধু বিস্তীর্ণ শুষ্ক নেগেভ মরুভূমি, যেটার ওপর ভর করে ছিল আগস্টের তীব্র উত্তাপ।

এই এলাকায় জীবনের একমাত্র চিহ্ন ছিল দূর থেকে আসা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ আর শিবির স্থাপন করতে ব্যস্ত সৈন্যদের আওয়াজ। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান নিয়ে দুরবিন দিয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার সময়ই এসব তার কানে এসে পৌঁছেছিল। সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোকে উপেক্ষা করে সাবধানে সে সরু বালির পথটা অনুসরণ করেছিল আর হঠাৎ থেমে থেমে কিছুটা সময় নিয়ে পাহাড়ের ঢালটায় নিজের নজর রাখছিল। অবশেষে, সে নিজের বাইনোকুলারটা নামিয়ে, ঘাম মুছে যন্ত্রটাকে তার খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিলো। তারপর ভারী এবং ঘন বিকেলের বাতাসের মধ্যে দিয়ে সে ক্যাম্পে ফেরার পথ ধরল।

যখন তারা পৌঁছেছিল, কোনো মতে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো কুঁড়েঘর তারা দেখতে পেয়েছিল এবং আরো দেখতে পেয়েছিল তৃতীয় আরেকটা ঘরের ধ্বংসাবশেষ। যুদ্ধের শুরুতে ভারী গোলাবর্ষণের সাক্ষী হয়ে জায়গাটা জুড়ে সেসব টিকে ছিল। কিন্তু এখন সেখানে, এই কুঁড়েঘরগুলোর পাশে, একটা কমান্ড টেন্ট এবং খাবারের টেন্ট টানানো হয়েছিল, আর সৈন্যদের তিনটা তাঁবু খাটানোর কাজ করার সময় হাতুড়ির আওয়াজ এবং খুঁটির ঠোকাঠুকির শব্দ বাতাসে ভেসে আসছিল। তার ডেপুটি, সার্জেন্ট মেজর, ফিরে আসার পর তার সঙ্গে দেখা করল আর তাকে জানাল যে সৈন্যরা সব ধ্বংসস্তূপ আর পাথর সরিয়ে ফেলেছিল এবং সৈন্যদের আরেকটা দল পরিখা পুনর্নির্মাণের

কাজ করছিল। জবাবে সে বলল যে রাত হয়ে যাবার আগেই সব প্রস্তুতি শেষ হওয়া চাই, তারপর তাকে ডিভিশন সার্জেন্ট, কর্পোরাল এবং অভিজ্ঞ সৈন্যদেরকে সাথে সাথে তার তাঁবুতে একটা আলোচনার জন্য উপস্থিত হতে আদেশ করল।

*　　*　　*

বিকেলে সূর্যের আলো তাঁবুর প্রবেশদ্বারটা ভরে ফেলে, যেন স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বালির ওপর এবং সেই বালিতে সৈন্যদের ছোট ছোট পায়ের ছাপ। তাদের এখানে উপস্থিতির পেছনে প্রাথমিক লক্ষ্য ব্যাখ্যা করে তার ব্রিফিংটা শুরু করল সে এবং বলল তাদের কাজ হচ্ছে মিশরের সাথে দক্ষিণ সীমান্তের সীমানা নির্ধারণের পাশাপাশি সেখানে কেউ অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে তা প্রতিরোধ করা, নেগেভের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা আর সেখানে কোনো আরব থেকে থাকলে তাদেরকে সাফ করা। বিমানবাহিনীর সূত্রগুলো বলেছিল যে তারা এখানে আরব আর অনুপ্রবেশকারীদের গতিবিধি দেখছিল। প্রতিদিন তারা পুনরুদ্ধার করার টহলে বের হবে, যাতে করে তারা এই অঞ্চলটা চিনে এবং বুঝে উঠতে পারে। এই অপারেশনটা কিছুটা সময় বেশি নিতে পারে, কিন্তু নেগেভের এই অংশে নিরাপত্তা স্থাপন করা পর্যন্ত তারা এখানে অবস্থান করে যাবে। তাছাড়া সৈন্যদের সাথে প্রতিদিন মহড়া এবং সামরিক কৌশল পরিচালনা করবে যাতে মরুভূমির যুদ্ধে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি এই অবস্থার সাথে তারা দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

উপস্থিত সৈন্যরা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছিল এবং সামনে রাখা মানচিত্রটার ওপর তার হাতের চলাচল খেয়াল করছিল, যেখানে তাদের শিবিরের অবস্থান ছিল একটা বড় ধূসর ত্রিভুজে শুধু একটা ছোট্ট কালো বিন্দুর মতো। এদের মধ্যে কেউ এতক্ষণ ধরে যা বলা হলো তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করল না, ফলে তাঁবুটায় কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা ছেয়ে গেল। অফিসারটা ম্যাপ থেকে তার নজর তুলে বাকি সবার মলিন ও ঘর্মাক্ত মুখের দিকে রাখল, তাঁবুর প্রবেশপথ দিয়ে আসা আলোয় সেইসব মুখ ঝলমল করছিল। কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে সে আবার সৈন্যদেরকে বলতে শুরু করল, আদেশ করল যেন তারা তাদের পোশাক এবং সরঞ্জামের ভালো যত্ন নেয় এবং তাদের পোশাক বা সরঞ্জামের যদি কোনো ঘাটতি থাকে তারা যেন দ্রুত সেটার ব্যাপারে জানায়। এই আদেশ বিশেষ করে সে তাদের জন্য দেয় যারা এই প্লাটুনে মাত্রই যোগ দিয়েছিল। সৈন্যদেরও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং দৈনিক শেভ

করার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত। তারপর, মিটিং শেষ করার আগে সে ড্রাইভার, একজন সার্জেন্ট এবং উপস্থিত দুজন কর্পোরালের দিকে তাকিয়ে তার সাথে পুনরুদ্ধার অভিযানে যাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলো।

টহলে যাওয়ার আগে, সে একটা কুঁড়েঘরের কাছে এসে থামল, যেটাকে সে নিজের কোয়ার্টার হিসেবে বেছে নিল এবং প্রবেশদ্বার থেকে তার জিনিসগুলো ভেতরে নিয়ে রাখা শুরু করল, যেখানে স্তূপ আকারে ঘরের এক কোণে সেসব রেখেছিল সে। তারপর সে স্তূপ থেকে একটা জেরিক্যান নিল এবং তার থেকে পানি নিয়ে একটা ছোট্ট টিনের বাটিতে ঢেলে দিলো। সে তার কিট ব্যাগ থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে সেই পানিতে তোয়ালেটা ভিজিয়ে তা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিল। সে তোয়ালেটা আলতোভাবে ধুয়ে ফেলল, তারপর তার শার্টটা খুলে বগল মুছল। সে আবার শার্টটা পরে বোতাম লাগাল, তারপর তোয়ালেটা পুরোপুরিভাবে ধুয়ে দেওয়ালে থেকে যাওয়া একটা পুরাতন পেরেকে ঝুলিয়ে দিলো। তারপর সে বাটিটা বাইরে নিয়ে গিয়ে তার ময়লা পানিগুলো বালিতে ছিটিয়ে দিয়ে ঘরে ফেরত এলো। সে ঘরের কোনায় তার অন্য সব জিনিসের সঙ্গে বাটিটা রেখে বেরিয়ে পড়ল।

ড্রাইভার স্টিয়ারিং উইলের পিছনে বসে ছিল, আর বাকিরা, যাদের সে নিজের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আদেশ করেছিল তারা গাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে কাছে আসতেই তারা গাড়ির পেছনে উঠে পড়ল, আর সে বসে পড়ল সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে। ড্রাইভার নিজের অবস্থানে স্থির হওয়ার পরেই ইগনিশন সুইচের দিকে হাত বাড়িয়ে গাড়িটা চালু করার জন্য তৎপর হলো, যেটার আওয়াজ একটা তীব্র গর্জনের মতো খোলা ময়দানে ছড়িয়ে গেল।

তারা রওনা দিলো পশ্চিমের দিকে, চারপাশে বিস্তৃত ফিকে হলুদ পাহাড়ের মধ্যদিয়ে পথ বের করে। গাড়ির টায়ারের নিচ থেকে জন্ম নিচ্ছে বালির ঘন মেঘ, পেছনের সব দৃশ্য অস্পষ্ট করে, তাদের অনুসরণ করে ছুটে চলছিল সেই মেঘ। গাড়ির পেছনে বসা মানুষের গায়ে আছড়ে পড়ছিল সেই বালি, তা থেকে বাঁচতেই যেন তারা চোখ-মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল। বালির ঢেউগুলো, যেগুলোর আকার ক্রমাগত বদলাচ্ছিল, তখনই স্থির হলো যখন গাড়িটা দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং এর ইঞ্জিনের শব্দ পুরোপুরি মিলিয়ে গেল। তারপরই সেই বালি ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে ফিরে এলো এবং টায়ারের ফেলে যাওয়া সমান্তরাল দাগ মুছে দিতে শুরু করল।

মিশরের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির স্থানটায় তারা পৌঁছাল এবং সীমান্ত পর্যালোচনা করতে লাগল, কিন্তু কোনো অনুপ্রবেশের চিহ্ন দেখতে পেল না। সূর্য ততক্ষণে চলে এসেছিল দিগন্ত রেখার কাছাকাছি, ধুলো এবং মরুভূমির তাপ তাদেরকে কাবু করে ফেলেছিল, তাই সে ড্রাইভারকে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলো। অভিযানের এলাকায় তারা কোনো জীবনের উপস্থিতি দেখতে পেল না, যদিও তাদের কাছে আসা খবরে তার উল্লেখ ছিল।

যদিও তারা সূর্যাস্তের আগে শিবিরে ফিরে এসেছিল, পূর্বের নীল আকাশ প্রায় অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল এবং ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছিল কিছু তারার ক্ষীণ আলো। শিবিরের প্রস্তুতি তখনো শেষ হয়নি এবং গাড়ি থেকে নামার পর সে ঘোষণা করল যে, তারা ডিনারে বসার আগেই সবকিছু শেষ করতে হবে। সৈন্যদের এটা উজ্জীবিত করেছিল এবং তাদের অবয়বগুলো আরো দ্রুত উৎসাহ নিয়ে ক্যাম্পের পাশে নড়াচড়া করতে শুরু করেছিল।

সে তার কুঁড়েঘরের দিকে চলে গেল, যেখানে অন্ধকার গ্রাস করে রেখেছিল, তাই সে এক মুহূর্ত থামল, তারপর ভেতরের অন্ধকার দূর করতে দরজার কাছে ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণ দরজাটা খুলে দিলো। তোয়ালেটা সে হাতে নিল, তখনো একদম শুকনো, যেখানে ওটা সে ঝুলিয়ে গিয়েছিল। জেরিক্যান থেকে সে সরাসরি পানি ঢেলে তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিল, তারপর হাত-মুখ থেকে সব ঘাম আর ধুলো মুছে ফেলল। সে আবার তার জিনিসপত্রের ওপর ঝুঁকে একটা হারিকেন তুলে নিল, গ্লাসটা তুলে শলতায় আগুন না ধরিয়েই ওটা টেবিলে রেখে দিলো এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যদিও সে ভেতরে মাত্র কয়েক মিনিট ছিল, ততক্ষণে আকাশে নক্ষত্র ছেয়ে গিয়েছিল এবং আঁধার পাহাড়গুলোকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল যেন মনে হচ্ছিল হঠাৎ করেই রাত নেমে এসেছে ক্যাম্পের ওপর। অন্ধকারে অবয়বের মতো সৈন্যরা ধীরে ধীরে নড়ছিল এবং তাদের কণ্ঠস্বর ভেদ করে যাচ্ছিল গভীর নীল রাতকে, যখন লণ্ঠনের আলো তাঁবুর ফাঁকফোকর দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছিল।

সে বেরিয়ে পড়ল ক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা কী রকম সেটা দেখার জন্য, বিশেষ করে আবার নতুন করে খাদ বানানো ও মহড়ার স্থানগুলো প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া এবং সেসব কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করল। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ীই চলছিল, তবে ততক্ষণে আটটারও বেশি বেজে গিয়েছিল এবং সাধারণত ঠিক আটটায় তারা ডিনার করতে বসত। কিছুক্ষণ বাদেই তারা ডিনার টেবিলের উদ্দেশ্যে মেস টেন্টের দিকে অগ্রসর হলো।

ডিনারের পর সে নিজের ঘরের দিকে হাঁটা ধরেছিল, পূর্ণিমার চাঁদ আর অন্ধকার দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা তারার আলো তাকে পথ দেখিয়েছিল। সে বিছানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তারপর হারিকেনটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। সে চাদরগুলো দূরে ঠেলে দিলো, পুরো শরীরটা উন্মুক্ত রাখল। ঘরের ভেতরটায় ছিল খুব গরম, তারপরেও সে সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল। এটা সবার জন্যই ছিল একটা দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর দিন: ৯ আগস্ট, ১৯৪৯।

* * *

সে নিজের বাম উরুতে কোনোকিছুর নড়াচড়া টের পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল। ঘরের ভেতরের প্রচণ্ড অন্ধকার আর তীব্র গরমে সে নিজের চোখ খুলল। তার শরীরটা ঘামে একদম ভিজে যাচ্ছিল। তার আন্ডারওয়্যারের ঠিক নিচেই একটা প্রাণী; যা একটু ওপরে উঠল, তারপর থেমে গেল। চারপাশ পরিপূর্ণ ছিল শূন্যতার গুঞ্জনে, মাঝে মাঝে সেটায় ছেদ করছিল ক্যাম্প পাহারায় নিযুক্ত সৈন্যদের মৃদু আওয়াজ, তাঁবুর ছাদে বাতাসের ঝাপটা, দূর থেকে শোনা কুকুরের চিৎকার, হয়তো উটের গর্জন।

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার পর সে আস্তে আস্তে উঠে বসল। এতে প্রাণীটা আবার নড়ল, তাই সে স্থির হয়েই রইল, তারপর তার পায়ের দিকে নজর দিলো। অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল সব, যদিও এখন আসবাবপত্র, তার জিনিসপত্র এবং ছাদের প্যানেলগুলোর ওপর টিকে থাকা কাঠের স্তম্ভগুলোর অবয়ব আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল। ছাদের ফাঁকফোকর দিয়ে বাইরে থেকে আসা চাঁদের মৃদু আলো তার কুঁড়েঘরের ভেতর প্রবেশ করছিল। হঠাৎ করে সে তার হাত দিয়ে প্রাণীটাকে তার উরু থেকে এক ঝটকায় ফেলে দিলো, তারপর টেবিলের ওপর থাকা লণ্ঠনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা জ্বালাল। শলতাটা জ্বলে উঠতেই সে টেবিল এবং খাটের মাঝামাঝি জায়গাটায় লণ্ঠনটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। কোনোকিছুই নড়ছিল না, মেঝেতে ছিল শুধু কিছু নুড়ি পাথরের দোল খাওয়া ছায়া, যা সে লণ্ঠনের ঘোরানোর সময় খেয়াল করে। সে অনুসন্ধানের পরিধি বাড়িয়ে প্রথমে বিছানা, তারপর বিছানার নিচে, তারপর ঘরের প্রতিটা কোনা, এমনকি দরজার কাছে, তারপর তার ব্যাগ এবং ট্রাঙ্ক এর আশপাশে এবং তার সকল মালামাল, তারপর দেওয়াল, একেবারে ছাদ পর্যন্ত, তারপর আবার বিছানা এবং তার বুটের চারপাশ দেখে নিল। তারপর ঝাঁকিয়ে দেখল দেওয়ালের পেরেকে ঝুলন্ত জামাকাপড়, আরো একবার খাটের নিচে তাকাল সে এবং সমগ্র মেঝে জুড়ে, খুবই ধৈর্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করল, একইসঙ্গে আবারো প্রতিটা কোনা, তারপর আবার দেওয়ালে

এবং ছাদে এবং সবশেষে তার ছায়ায়, যা তার চারপাশে লাফাচ্ছিল এবং এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে দোল খাচ্ছিল। তারপর সে শান্ত হলো এবং তার থাকেই যেন লণ্ঠনের আলোটাও সেই দলে যোগ দিলো, ঘরে উপস্থিত ছায়াগুলোও। সে লণ্ঠনটা তার উরুর কাছে নিয়ে এলো, যেখানে হালকা জ্বলুনি অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। আলোর নিচে দুইটা লাল বিন্দুর উদয় হলো। মনে হলো, প্রাণীটা তার চেয়ে দ্রুতগামী এবং সে ওটাকে ছুড়ে ফেলার আগেই তা তাকে কামড়ে দিয়েছিল।

সে লণ্ঠনটা নিভিয়ে ট্রাংকের পাশে রেখে বিছানায় ফিরল, যদিও সে পুনরায় ঘুমাতে পারল না। তার উরুতে কামড়ের জ্বলুনি ধীরে ধীরে তার তীব্রতা প্রকাশ করছিল এবং ভোরের দিকে তার এমন মনে হচ্ছিল যেন কেউ জ্যান্ত অবস্থাতেই তার চামড়া তুলে নিচ্ছিল।

অবশেষে সে বিছানা থেকে উঠে ঘরের কোনায় গেল যেখানে তার জিনিসপত্র স্তুপ করে রাখা ছিল, যেগুলো ছাদের ছিদ্র দিয়ে আসা সকালের সূর্যের আলোয় নিজের অবস্থান জানান দিচ্ছিল। সে টিনের বাটি ভরে পানি নিয়ে দেওয়ালের পেরেকে ঝুলানো তোয়ালেটা পানিতে ডুবালো, তারপর তোয়ালেটা নিংড়ে নিয়ে নিজের মুখ, পিঠ এবং বগল মুছে নিল। সে শার্ট পরে নিল, তারপর তার ট্রাউজারটা, হাঁটুর একটু ওপরে তুলে থামল উরুতে কামড়ের দাগ পরীক্ষা করার জন্য। কামড়ের চারপাশে সামান্য ফোলাভাব তৈরি হয়েছে, কালো হয়ে গেছে দাগ দুইটা এবং যন্ত্রণা স্পন্দিত হচ্ছিল জায়গাটা জুড়ে। সে প্যান্টটা সম্পূর্ণ টেনে তুলল, গুঁজে দিলো শার্টটা, তারপর কোমড়ে শক্তভাবে বেল্টটা টেনে নিল, কাপড়ে সামান্য ভাঁজ লক্ষ করতেই বেল্টটা বেঁধে নিল। সে তোয়ালেটা ধুয়ে তার স্থান—ঝুলন্ত ওই পেরেকে রেখে দিলো, তারপর দেওয়াল এবং ছাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একবার তাকাল এবং বেরিয়ে পড়ল।

*　　*　　*

আকাশে যখন সূর্য মাঝ বরাবর আসতে শুরু করেছিল তখন তারা সকালের পুনরুদ্ধার টহল সমাপ্ত করল। তারা তীব্র রোদের উত্তাপ সহ্য করতে পারছিল না, না পারছিল গাড়িতে বসে থাকতে, যেখানে ধাতব অংশগুলো এতটাই গরম হয়েছিল যে কেউ সেখানে হাত দিলেই তার হাত পুড়ে যেত। দুপুরের আগে, ১০ আগস্ট, ১৯৪৯।

ক্যাম্পের সৈন্যরা তাঁবুর পাশে সরু ফিতার মতো ছায়ায় নিজের আশ্রয় খুঁজছিল এবং এমন মাটি থেকে দূরে দূরে থাকছিল যেখানে সরাসরি সূর্যের

তাপ পড়ছিল, যেখানে প্রতিটা বালুকণা সকাল থেকে সূর্যালোকের তাপ নিজেদের মধ্যে জমিয়ে রেখেছিল। তার জন্য এটা প্রখর রোদ না বরং তীব্র পেটের ব্যথা যা তাকে কাবু করেছিল টহলের সময়টাতে, যার কারণে গাড়িটা থামতেই সে সেটা থেকে নেমে নিজের কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, এমনকি কমান্ড টেন্টে না থেমে কিংবা ক্যাম্পের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ না করেই।

সেদিন সকালে টিনের বাটিতে ফেলে যাওয়া নোংরা পানি তখনো সেখানে পড়েছিল। সে বাটিটা তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে বালির ওপর পানিগুলো ছিটিয়ে দিলো। তারপর সে আবার তাতে জেরিক্যান থেকে পরিষ্কার পানি ভরে নিল। সে শুধু আন্ডারওয়্যার গায়ে রেখে বাকিসব খুলে তারকাঁটায় ঝোলানো তোয়ালেটা হাতে নিল, বাটিতে রাখা পানিতে তোয়ালেটা ডুবিয়ে নিজের শরীর মুছতে শুরু করল। সে শুরু করেছিল মুখ থেকে, তারপর গেল ঘাড়ের দিকে, তারপর বুকে এবং পিঠের যতটুকু নাগালে আসে ততটুকু। সে তোয়ালেটা ধুয়ে নিজের হাত এবং বগল মুছে নিল। সে সবশেষে যা পরিষ্কার করল তা ছিল তার পা, কামড়ের স্থানটা উপেক্ষা করেই, যা ততক্ষণে আরো বেশি লাল হয়ে ফুলে গিয়েছিল। সবশেষে যখন সে তোয়ালেটা ধুয়ে পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে দিলো, তখন সে তার জিনিসপত্রের সঙ্গে থাকা একটা ছোট্ট বাক্স তুলে নিয়ে টেবিলে নিয়ে এসেছিল। সে এটাকে নিচে রাখল এবং ঢাকনাটা খুলে অ্যান্টিসেপ্টিক, তুলা এবং গজ বের করল। কিছুটা অ্যান্টিসেপ্টিক তুলার ওপর নিয়ে কামড়ের চারপাশে খুব সতর্কতার সাথে পরিষ্কার করতে শুরু করল। যখন সে এসব শেষ করল, তারপর তার উরু গজ দিয়ে প্যাঁচিয়ে দিয়েছিল, আর শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। এক ভয়ানক যন্ত্রণা তার পিঠ এবং বাহু জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল।

*　　*　　*

যদিও বিকালের টহল সেই এলাকার অজানা জায়গাগুলো আবিষ্কার করতে বেশ উপযোগী ছিল, কিন্তু কোনো অনুপ্রবেশকারী খুঁজে পাওয়া গেল না। নীরব ছিল প্রতিটা দিক থেকে ঘিরে রাখা একঘেয়ে বালির টিলাগুলো এবং যা গাড়ির ফেলে যাওয়া চিহ্ন বাদে অন্য কোনোকিছুই প্রকাশ করেনি।

এদিকে ক্যাম্পে দিন বাড়ার সাথে সাথে যখন গরমের প্রভাব বাড়তে শুরু করেছিল, সৈন্যেরা তখন ছায়া অবলম্বন করে ধীরে ধীরে তাদের পদযাত্রা অব্যাহত রাখল, যে ছায়া তাঁবুগুলোর গা ঘেঁষে বিস্তীর্ণ বালির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। যখন সে টহল থেকে ফিরে এলো, কয়েকজন অভিজ্ঞ সৈন্যের একটা

দল দেখে সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল, যদিও তার পেটের ব্যথা ততক্ষণে ভয়ানক রূপ নিয়েছিল। সৈন্যদের অবস্থা এবং তীব্র গরমের অনুভূতি, বিশেষ করে মহড়া চলাকালীন সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করার আগেই, ওই দিনের দুইটা টহল কার্যক্রমের সারাংশে সে কিছুটা আলোকপাত করল। তাদের সংক্ষিপ্ত উত্তর শোনার পর, সে তাদের ওখানে থাকার এবং মহড়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিল, যা শিবিরের বাইরের মিশনে অংশগ্রহণ করার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এটা ছিল তাদের উপস্থিতি এবং অধ্যবসায়ের ব্যাপার, তা তারা যেকোনো সামরিক অভিযানেই অংশগ্রহণ করুক না কেন, যা ছিল এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের, মিশরের সাথে নতুন সীমান্ত বজায় রাখার এবং অনুপ্রবেশকারীদের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারাই একটা প্লাটুন হিসেবে একমাত্র এবং সর্বপ্রথম যারা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার পরে এতদূর দক্ষিণে আসতে পেরেছিল এবং সেই এলাকার নিরাপত্তা বজায় রাখার সম্পূর্ণ দায়িত্বই তাদের কাঁধে দেওয়া হয়েছিল।

সে নিজের কুঁড়েঘরে ফেরার পথে কমান্ড টেন্ট অতিক্রম করল, যেখানে তার ডেপুটি, ডিভিশনের সার্জেন্ট ও ড্রাইভার বিকেলের টহল থেকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিল এবং সে তাদের জানাল যে সূর্যাস্তের আগে তারা আরেকটা অভিযানে বের হবে।

* * *

তারপর আরেকটা টহল এবং তার পরের দিন আরেকটা এবং পরের পরের দিন আরো একটা, তবু পুরো এলাকা জুড়ে প্রকাশ পেয়েছিল শুধুই বালুর ঝড় এবং ধুলোর মেঘ, যা দেখে মনে হচ্ছিল সেগুলো তাদের বিরক্ত এবং তাড়া করতে একদম প্রস্তুত। কিন্তু এইসব ঝড় তাদের টহল থামাতে পারেনি এবং পরিত্যক্ত পাহাড়গুলোর নিস্তব্ধতা তার দৃঢ় সংকল্প দুর্বল করতে পারেনি যে, সে ওই এলাকায় অবশিষ্ট আরবদের খুঁজে বের করবে এবং তাদের মধ্যে যারা গাড়ির গর্জন শুনে টিলার পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল, তাদের ধরে নিয়ে যাবে। তাদের সরু কালো ছায়া মাঝে মাঝে তার সামনে দোল খেত, কাঁপত পাহাড়ের মাঝখানে, কিন্তু গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে ছুটে গিয়ে তারা দেখত সেখানে কেউ নেই।

শুধু অসহনীয় গরম আর অন্ধকারই পারত এই ছুটে চলা থেকে তাদের বিরতি দিতে; কেবল তখন যখন তারা আর সূর্যের তাপ সহ্য করতে পারবে না কিংবা যখন রাত হয়ে যাবে, তখনই সে ড্রাইভারকে বলবে তাদের আশ্রয়স্থলে গাড়ি ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এবং রাত পড়ে এলেই বাতাস কিছুটা কম ভারী এবং ঘন হয়ে উঠত, তখন আবহাওয়া সামান্য হলেও সহনশীল মনে হতো। যা সৈন্যদের উজ্জীবিত করত, যাদের অধিকাংশ, তাদের আগমনের পর থেকেই ক্যাম্প ছেড়ে যায়নি, অথবা তাঁবুর পাশে ফিতার মতো চিকন ছায়ায় যাদের প্রতিদিন মহড়া শেষে ফিরে এসেই আশ্রয় নিতে দেখা গেছে। আর তাই সন্ধ্যায় তাদের কথাবার্তা এবং হাসির গুঞ্জন আশপাশে ছড়াতে থাকে, অন্তত রাত দশটা পর্যন্ত, যখন তারা নিজের তাঁবুর দিকে যেতে শুরু করত এবং সে নিজের কুঁড়েঘরের দিকে রওনা হতো।

ভেতরের অন্ধকার ছিল বেশ ঘন এবং শক্তিশালী। মাঝে মাঝে কিছু শব্দ ভেসে আসতে থাকত, যা প্রথমে মৃদু গুঞ্জন এবং অস্পষ্ট হট্টগোলের মতো মনে হতো, যতক্ষণ না ধীরে ধীরে এটা নিশ্চিত হওয়া যেত যে ওটা তাঁবুর ছাদে বাতাসের ঝাপটা, ক্যাম্পে টহলরত সৈন্যদের পায়ের শব্দ এবং তাদের আলাপচারিতা, এইসবই দূর থেকে আসা গুলির শব্দের সঙ্গে মিশে যেত, এমনকি মিশে যেত কুকুরের ঘেউ ঘেউ অথবা উটের আর্তনাদের সঙ্গে।

* * *

সে ঘামছিল, যখন তার সামনে রাখা টেবিলে কিছু ম্যাপ ছড়িয়ে দিয়ে বসে ছিল, তখন ঘরের ভারী বাতাসে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। দূর থেকে কিছু শব্দ তার কানে ভেসে আসছিল, যা তার মাথাব্যথা আরো তীব্র করে দিলো। সে তখনো পোশাক ছাড়েনি, এমনকি খুলেনি ঘামে ভেজা বুটটা, যার ভেতরে তখন ঘামে ভরে গিয়েছিল এবং ভিজিয়ে দিয়েছিল তার পায়ের আঙুল, যা সকাল থেকেই ছিল এভাবে। তখন মধ্যরাত ঘনিয়ে আসছিলঃ ১১ আগস্ট, ১৯৪৯। সে ধীরে ধীরে টেবিলের প্রান্তে তার হাত নিয়ে গেল, হাঁটু মুড়ে উঠে দাঁড়াতে লাগল, কিন্তু সে টলমল করে উঠল এবং তাড়াতাড়ি শক্ত করে চেয়ারটা ধরল, তারপর দু'হাত ব্যবহার করে রক্ষা করেছিল শরীরের ভারসাম্য। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিল সে। দ্বিতীয় চেষ্টায় সে ঠিকঠাক মতো দাঁড়াতে পেরেছিল, তারপর ঘরের কোনায় রাখা ট্রাংকের দিকে এগিয়ে কিছুটা ঝুঁকল তার ওপর, ট্রাংকের তালায় হাত রেখে তা খুলল এবং তুলে নিল ঢাকনাটা। সে ডান হাতটা ট্রাংকের ভেতরে ঢুকিয়ে কয়েক বক্স ম্যাগাজিন নিয়েছিল। সে আবার উঠে দাঁড়াল, ফিরে গেল টেবিলের দিকে, টেবিলে ম্যাগাজিনগুলো নামিয়ে রাখল এবং তারপর, কাঁপা কাঁপা হাতে খুবই যত্ন করে সে ওগুলো তার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল, তখন তার কপাল থেকে ঘাম গালে

গড়িয়ে পড়ছিল। এইসব শেষ করে, সে টেবিলের সঙ্গে হেলান দেওয়া বন্দুকটা তুলে নিল, ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বাইরের অন্ধকার ততটাও তীব্র মনে হচ্ছিল না, যদিও পূর্ণিমা গেছে মাত্র দুইদিন হয়েছে। সে প্রবেশদ্বারে কিছুক্ষণের জন্য থামল, অপেক্ষা করছিল যেন পাহারায় থাকা সৈন্যরা তা খুলে দেয়, তারপর সে পশ্চিমের দিকে যাত্রা ধরল গভীর কালো পাহাড়টার দিকে, যা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে নিল।

* * *

সে অনেকটা সময় ধরে হাঁটল, তীব্র পেট ব্যথায় কাবু হয়ে এবং পিঠের খিঁচুনি নিয়েই। তার পায়ের নিচের অমসৃণ বালির উঁচু-নিচু পৃষ্ঠ কায়দা করে তাকে আঁকড়ে ধরেছিল, যা প্রায়ই তাকে আছাড় খেতে এবং পড়ে যেতে বাধ্য করছিল। এরপরেও সে অন্ধকারে এগিয়ে গেল, যখন আঁধারের ভাঁজে ভাঁজে দূর থেকে ভেসে আসছিল কান্নার শব্দ, তখন অবশেষে একটা খাড়া ঢাল তাকে চমকে দেয় এবং ছুড়ে ফেলে দেয় ঢালের একদম তলানিতে।

যখন বালি তাকে নিচে টেনে নেওয়া বন্ধ করল, সে চেষ্টা করল দাঁড়াতে, কিন্তু তার হাতে-পায়ে কড়া ব্যথা আবার তাকে ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিলো। সে তার শরীরের অবস্থান সামান্য পরিবর্তন করল, যাতে সে কিছুটা বসার পরিস্থিতিতে থাকতে পারে, তারপর একটা গভীর শ্বাস নিল সে। এটা তার শ্বাস-প্রশ্বাসকে শান্ত করল, কিন্তু তাতে বুকের ভার একটুও কমল না তার।

সে স্থির হয়ে রইল, তার চোখ সামনে বিস্তৃত গাঢ় অন্ধকারে অটল তাকিয়ে থাকল। তার বাম হাত রাখা ছিল উরুতে, যা ট্রাউজারের ওপর দিয়েই কামড়ের জায়গাটা অনুভব করার চেষ্টা করছে। যখন সে গড়িয়ে পড়ছিল তখন তার মনে হয়েছিল যেন তার গলা টিপে ধরে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তা ধীর হয়ে স্বাভাবিক গতিতে ফিরে এসেছিল। সে তার মাথা ডানে ঘুরাল, তারপর বামে। পাহাড়ে সে একাই ছিল। তার দৃষ্টি ওপরে তুলে আসমানে ছড়িয়ে থাকা তারাদের দিকে রাখল, তারপর পাহাড়ের একদম উঁচু চূড়ায় এবং তাদের মধ্যে দিয়ে পথ খোদাই করে বেরিয়ে গেছে চাঁদটা, পশ্চিমের অসীম দিগন্ত রেখার দিকে।

সে তার হাত পায়ের ওপর থেকে সরাল এবং তার পাশে বালির ওপর হাতটা রেখে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। সাথে সাথেই সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল এবং প্রায় পড়ে গেল, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল এবং ঠিকমতো দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হলো। সে সরাসরি তার সামনে দেখতে পাওয়া পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল এবং পৌঁছেই সেটা বেয়ে উঠতে শুরু

করল, যতক্ষণ না সে চূড়ায় পৌঁছাল অথবা তার চোখে অন্ধকার ছেয়ে না যায়। শীর্ষে উঠে সে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল, তাকিয়ে থাকল তাকে ঘিরে থাকা অন্ধকারের দিকে। মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ তার কানে আসছিল, অনিশ্চিতভাবে এবং পাহাড়গুলো যেন সেই শব্দের প্রতিধ্বনিই করছিল, যার ফলে আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে তা নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাদের দেখতে এই পাহাড়ে বালির সঙ্গে চলতে থাকা অন্ধকারের কারসাজি বলেই মনে হচ্ছিল। তারপর সে আবার হেঁটে চলল।

* * *

সে রাতের শেষ অবধি হাঁটতে থাকল, যখন আঁধার গলে যেতে শুরু করল এবং ভোরের আলোয় পাহাড়ের ভাঁজগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করল। তখনো এক ধরনের শীতলতা ছিল বাতাসে, যা তার পোশাক ভেদ করে শরীরে ঢুকে যাচ্ছিল, আর হাড়ে বিঁধে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার শরীরে একটা তীব্র কম্পন শুরু হলো, যার তীক্ষ্ণ কাঁপুনি ছড়িয়ে গেল সারাদেহে এবং ভারী হয়ে উঠল তার শ্বাস-প্রশ্বাস, যার ফলে তাকে হাঁটা বন্ধ করলে হলো। ধীরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু হঠাৎ তার গলা একটা কাশি এবং ঢেকুর বের করে ফেলল, নিচু হয়ে গেল তার মাথা এবং সে বমি করতে শুরু করল।

যখন বমি ভাবের পালা শেষ হলো, সে কাঁপা হাতে তার কোমড়ে রাখা পানির বোতলটা ধরে ঢাকনা খুলে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো এবং কয়েকবার মুখে পানি দিলো। সে কিছুটা থুথু ফেলে একটু শান্ত হলো, পাহাড়ের পিছন থেকে আসা শব্দগুলো তীব্রতর হয়ে এরই মধ্যে ফিরে এসেছিল। এমন মনে হচ্ছিল যেন ভোরের আলো তাদের মধ্যকার দূরত্ব হঠাৎ ভেঙে দিয়েছিল। তার আবার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, কাঁপছিল তার শরীর এবং সে দ্রুত তার দৃষ্টি তাকে সবদিক থেকে ঘিরে রাখা নির্জন পাহাড় জুড়ে ঘোরালো। তারপর সে সরাসরি এগিয়ে গেল শব্দগুলোর দিকে, যা ক্রমশ জোরালো হচ্ছিল, যেমন তার হৃৎস্পন্দন জোড়ালো আকার নিচ্ছিল ঠিক যত সে কাছে যাচ্ছিল, যতক্ষণ না সে কিছু শব্দ আলাদা করে চিনতে পারছিল। এমন সময় সে ক্ষণিকের জন্য থেমে দাঁড়াল। তারপর তার শরীরকে পেয়ে বসা শীতলতা উপেক্ষা করেই সে আবার পাহাড় চড়তে শুরু করে, এগিয়ে গেল শব্দের উৎসের দিকে, সবশেষে জানা গেল সেগুলো তার প্লাটুনের সৈন্য ছাড়া আর কিছু নয়। তার কয়েক ঘণ্টা আগে ছেড়ে যাওয়া ক্যাম্পে ফেরত আসতে মাত্র পনেরো মিনিট সময় লেগেছিল।

*   *   *

ভোরের আবছা আলো শিবির ঘিরে রাখা পাহাড়গুলোকে ঢেকে রেখেছিল। সৈন্যরা মাত্রই জেগে উঠেছিল এবং চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিল; কেউ কেউ তাঁবু থেকে বের হয়ে আসছিল বা তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, অন্যরা তোয়ালে হয় কাঁধে, না হয় গলায় ঝুলিয়ে পানির ট্যাংকের পাশে সারি করে দাঁড়াচ্ছিল, কল ব্যবহার করার জন্য তাদের পালা আসার অপেক্ষায়। যখন সে হেঁটে গেল প্রধান ফটক দিয়ে এবং তাদের পাশ কাটিয়ে গেল তার কুঁড়েঘরের দিকে, প্রতিটা সৈন্য সোজা হয়ে, তার ডান হাত দক্ষতার সঙ্গে মাথার দিকে তুলে, চোখ সামনের দিকে স্থির রেখে, তাঁকে স্যালুট জানাল।

তার কুটিরের ভেতর ঘাপটি মেরে ছিল একটা উষ্ণ অন্ধকার। সে পিছনে থাকা দরজাটা বন্ধ করে দিলো এবং এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে, ম্যাগাজিনের থলেটা খুলল এবং নিচে নামিয়ে রাখল, তারপর গেল বিছানার দিকে, বন্দুকটা ডান দিকের দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে সে বসে পড়ল বিছানায়। সে কিছুক্ষণ থাকল সেখানে, স্থির হয়ে, যতক্ষণ না অন্ধকার ম্লান হয়ে ঘরের আকৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার শরীরের প্রতিটা অংশেই ব্যথাটা স্থির হয়ে গিয়েছিল। সে ধীরে ধীরে পায়ের দিকে ঝুঁকে বুট জোড়া খুলতে শুরু করল, যা ধূলিময় বালুর কারণে বাদামি থেকে ফ্যাকাশে হলদেটে রং ধারণ করেছে। সে দুইহাতে বুট জোড়া তুলে নিল এবং দাঁড়ানোর সময় এমনভাবে ব্যথা অনুভব করল যে তার মুখ কুঁচকে এলো, তারপর দরজার কাছে গিয়ে, দরজাটা খুলে, কুঁড়েঘরের প্রবেশপথের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে বুট জোড়া একসঙ্গে পেটাল, যা ধীরে ধীরে একটা ধুলার আভা তৈরি করল। তার পরে, সে আবার ভেতরে ফিরে গেল, বুটগুলো ঠেলে দিলো চেয়ারের তলায়, শার্ট আর প্যান্ট খুলে ঝুলিয়ে দিলো চেয়ারের পিছনে, তারপর বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল কিনারায় এবং তার বাম উরুতে কামড়ের দাগ ঢেকে রাখা ব্যান্ডেজটার দিকে তাকাল। হলুদ মলম সাদা গজের পৃষ্ঠ পর্যন্ত গলে গিয়েছিল। সে মাথা তুলে ঘরের চারপাশে চোখ ঘোরাল, যেখানে ভোরের আলো ফাটলের মধ্যেদিয়ে প্রবেশ করছিল সেগুলো এড়িয়ে গেল। যখন সে ঘরটা পর্যবেক্ষণ করা শেষ করল, তখন শরীরটাকে আরাম দিতে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তাৎক্ষণিকভাবে তার চোখের সামনে কালো বিন্দুগুলো নাচতে শুরু করল, সেই সঙ্গে একে একে আসতে থাকল ঘরের ভেতরে থাকা জিনিসগুলো, শুরু হলো টেবিলটাকে দিয়ে, তারপর ম্যাগাজিনের থলেটা, তারপর ট্রাংক, বাটি, দেওয়ালের পেরেকগুলো, চেয়ারে থাকা তার

জামাকাপড়, তারপর নিচে রাখা তার বুটগুলো; ছাদের প্যানেল এবং দরজার ওপর আলোর রশ্মিগুলো ছড়িয়ে পড়ল, তারপর ক্যাম্প, অন্ধকার টিলাগুলো, যে ঢাল বেয়ে সে নিচে পড়ে গিয়েছিল এবং যে বালি সে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল, তারপর চাঁদ, অস্পষ্ট দিগন্ত, চেয়ারে রাখা তার জামাকাপড়, দেওয়ালের পেরেকগুলো এবং ব্যান্ডেজ যেটা সে খুলে ফেলেছিল পায়ের ক্ষত থেকে। তখন সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। সে আবার বসে পড়ল। ব্যান্ডেজটা তখনো সেই জায়গাতেই ছিল। অনেকক্ষণ পরে, সে ব্যান্ডেজের দিকে হাত বাড়িয়ে সেটা খুলতে শুরু করল। প্রতি অর্ধেকটা প্যাঁচে, এক হাত দিয়ে অন্য হাতের গজের ফালা নিতে থাকল এবং প্রতিবার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মলমের হলুদ দাগটা আবার দেখা যেত, প্রতিবার আগেরবারের তুলনায় দাগটা গাঢ় দেখাত, যতক্ষণ না সে পুরো গজের ফালাটা খুলে ফেলল এবং যখন সে তার দৃষ্টি কামড়ের দিকে নিয়ে গেল, সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে গেল, মাথা উঁচু করে দ্রুত কয়েকবার ঢোক গিলল সে। সে তার ডান হাতে ঝুলন্ত গজের ফালাটার দিকে তাকাল। মলমের দাগ ছাড়াও গজের বিভিন্ন জায়গায় কাপড়ের কয়েকটা অংশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সে ঘর পেরিয়ে টেবিলের কাছে গেল, ম্যাগাজিনের থলেটার কাছে গজটা রাখল, তারপর মাথা নিচু করে উরুর ফোলা অংশটার দিকে তাকাল। তার মাঝখানে পুঁজে ভরে গিয়েছিল এবং তার চারপাশে একটা লাল বৃত্ত, তারপর একটা নীল বৃত্ত, তারপর কালো।

সে তার শরীর ধোয়ার জন্য জেরিক্যানে থাকা অর্ধেকটা পানি ব্যবহার করল, তারপর ব্যাগ থেকে একটা পরিষ্কার কাপড় বেছে নিল এবং নিল একটা নতুন গজের রোল, অ্যান্টিসেপ্টিক, তুলা এবং ট্রাংক থেকে এক বোতল মলম। সে তুলাতে অ্যান্টিসেপ্টিক ঢেলে ফোলা অংশটা খুবই সতর্কতার সঙ্গে পরিষ্কার করল, তারপর সে নিজের তর্জনীটা মলমে ডুবিয়ে কামড়ের ওপর ঘষে নিল। সে দ্বিতীয়বারের মতো এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করল, তারপর তৃতীয়বার, তারপর চতুর্থবার, যতক্ষণ না ফোলাটা মলমে ঢেকে গেল। নতুন গজের রোলটা দিয়ে ব্যান্ডেজ করার পরে, সে পরিষ্কার জামা এবং তার বুট জোড়া পরে নিল, তারপর বিছানার কোনায় বসে বাইরে থেকে আসা শব্দটা শোনার চেষ্টা করল, যেটা তার কাছে এসে ঘরের প্রতিটা কোনায় ছড়িয়ে পড়া দুর্বল আঁধারের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

বাইরে ক্যাম্পটা সৈন্যদের উদ্যমী চলাফেরার কোলাহলে ভরে উঠল, যা সাধারণত দিনে দুইবার দেখা যেত, ভোরে এবং সন্ধ্যায়, যখন ঠান্ডা তাপমাত্রা

তাদের মহড়ায় অংশ নিতে এবং ক্যাম্পের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে দিত। হঠাৎ করে সে বিছানায় তার জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠল, ঘরের একটা কোনায় গিয়ে ফোলা চোখের পাতা যতটুকু খোলা যায় খুলল। সে দাঁড়িয়ে যেখানে ছাদ মিলে যায় সেখানটার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরেই, সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং যতটা সম্ভব দরজাটা খুলে দিলো; তীক্ষ্ণ দিনের আলো দরজার চৌকাঠে এসে পড়ল, কিন্তু অন্ধকার ঘরের ভেতরে আলোকিত করতে আর এগিয়ে আসতে পারল না, এদিকে তাঁবুর দিক থেকে ভেসে আসা সৈন্যদের কণ্ঠস্বর আরো প্রবল হতে শুরু করল। সে ঘরের যেই কোণে ছিল সেখানে ফিরে গেল এবং সেটা ঘুরে দেখে শেষে তার নিচে দাঁড়াল, তার মুখ যতটা সম্ভব কাছাকাছি নিয়ে দাঁড়িয়ে তা আবার পরীক্ষা করল। তবে সে খুব বেশি সময় এটা চালিয়ে যায়নি। কয়েক মুহূর্ত পর সে মাথা নিচু করে ঘাড় মালিশ করতে শুরু করল এবং বারবার চোখের পাতা ঝাপটাতে লাগল। তারপর সে দরজার কাছাকাছি কোণটায় গিয়ে সেখানে কিছুটা ঝুঁকে পড়ল। সে সেখানে বসে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পরীক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে তার জিনিসপত্র যেখানে স্তুপ করে রাখা ছিল সেই কোণটাতে তাকাল এবং তার দিকে এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। যখন সে ট্রাংকের কাছে পৌঁছাল, সে ওটা তার দিকে টেনে নিয়ে পিছনের দিকটা দেখল। একটা সরু পায়ের মাকড়সা আটকে ছিল অন্য পাশে। সে ডান হাত বাড়িয়ে মাকড়সাটাকে ধরল এবং পিষে ফেলল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। কিছু ছোট মাকড়সা বিছানার নিচে গুটিশুটি মেরে ছিল এবং তাদের পাশে, একটা ধূসর মৃত পোকা, সূক্ষ্মভাবে তৈরি একটা জালে ঝুলছিল, যেগুলো সবই সে তার বুট দিয়ে পিষে ফেলল এবং সেগুলো ঝেঁটিয়ে বের করল। সে আবারো ঝুঁকে মেঝের খুব কাছাকাছি মাথা নিয়ে তা পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর, কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই সে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় লাফাতে শুরু করে এবং যা ঘরের মেঝেতে চলাচল করতে থাকা কিছু ছোট পোকা-মাকড়কে চূর্ণ করে দিয়েছিল।

সে তার ঘরের নিরীক্ষা অব্যাহত রাখল এবং ধীরে-সুস্থে চোখ দিয়ে দেওয়ালে চিরুনি অভিযান চালাল। দুইটা মাকড়সা এবং একটা মথ; সে তাদেরকে মেরে ফেলল, তারপর টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে, তার মাথা ছাদের দিকে তুলে আগের কোনাটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, যখন কালো বিন্দু এবং রেখাগুলো তার চোখের সামনে ঘুরতে শুরু করল, তারপর সম্পূর্ণ অন্ধকার। সে তার ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, তাই সে দ্রুত লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল, একটা চেয়ার টেনে বের করে তাতে বসে পড়ল।

তারপর তার মাথা রাখল টেবিলের কিনারায় এবং তার লালচে হয়ে ওঠা চোখের পাতা শক্ত করে বন্ধ করল।

এদিকে, একটা ছোট্ট পোকা ঘরের প্রান্তের দিকে এগিয়ে মেঝে এবং দেওয়ালের মধ্যে একটা ফাটল ভেদ করে পালিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর, সে তার চোখ খুলল এবং পলক ফেলতে লাগল, তারপর মাথা তুলে হাতের তালু মুখে নিয়ে কপালে চেপে ধরল, একটা গম্ভীর মুখভঙ্গি নিয়ে। ঠিক সেই সময়ে, উটের গর্জন আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ভেসে এসেছিল চারপাশ থেকে, কিন্তু সৈন্যদের প্রশিক্ষণ এবং চলাফেরার শব্দ দ্রুতই এসব শব্দকে ছাপিয়ে গেল। সে আবার চোখ বন্ধ করল। তাকে ঘিরে রাখা বিভিন্ন শব্দের মাঝখানে সে বসে রইল, যার প্রতিটা আলাদা আলাদা মাত্রায়, স্বরে এবং দূরত্বে বাজছিল। ভোর বেলায়, ১২ আগস্ট।

*   *   *

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দুজন সার্জেন্ট এবং তিনজন সৈন্যসহ গাড়িতে চড়ে বসল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করছিল তার ডান পা, যখন তা শূন্যে উঠিয়ে সে গাড়ির ধাপ বেয়ে উঠল এবং সামনের আসনের নিচে মেঝেতে গিয়ে স্থির হলো, যেখানে তার শরীরটা নিয়ে বসাল সে। তার বামে ছিল গিয়ার শিফট এবং পাঁচটা ডায়াল, যেগুলোর কাঁটা স্নায়ুর মতো কাঁপছিল এবং তখনই কালো বিন্দুগুলো আবার ফিরে এলো, তার দৃষ্টি ঢেকে দিলো কয়েক সেকেন্ডের জন্য, তারপর আবার মিলিয়ে গেল, তারপর আবার দীর্ঘ সময়ের জন্য ফিরে এলো।

সচরাচর তারা যেমন টহলে বের হওয়ার আগে মানচিত্রটা খুলে দেখত, এবার তা না করেই তারা রওনা দিলো। তার পরিবর্তে সে ড্রাইভারকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়ার নির্দেশ দিলো "ওই পাহাড়ে" সে সংক্ষেপে বলল, তার হাতটা দিগন্তের রেখায় আঁকা একটা শৈলের দিকে নির্দেশ করে।

গাড়ির চাকাগুলো তাদের নিচে থাকা বালিকে গিলে ফেলল এবং তা বিচ্ছিন্নভাবে ছিটিয়ে দিলো বাতাসে, যা দেখতে একটা দীর্ঘ মেঘের মতো আকারে পরিণত হলো এবং গাড়ির পিছনে আগের মতো ভেসে রইল, আর তারা তাকিয়ে ছিল পথের দুইপাশে অবিরাম উঠে যাওয়া পাহাড়গুলোর দিকে। কিন্তু সে যে পাহাড়ে তাদের নিয়ে এসেছিল সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে আরেকটা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল, যা সামনের দিগন্তে সরাসরি দৃশ্যমান এবং এইভাবেই তারা তাদের টহল অব্যাহত রাখল, পাহাড়ের চূড়ার মধ্যদিয়ে চলতে লাগল, যতক্ষণ না তারা একটা পাহাড়ে বালির ওপর কিছু পায়ের ছাপ পরীক্ষা করার জন্য থামল।

ইঞ্জিনের গর্জন থামতেই তারা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, তখন সেখানে নেমে এলো নিস্তব্ধতা, যখন তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছিল, শুধু বালির ওপর তাদের পায়ের শব্দের চাপা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তারা অনুসন্ধান শেষ করে হালকা পানি খেয়ে গাড়ির দিকে ফিরে গেল এবং আবার রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিল, "ওই পাহাড়টায়" পিছনে যাত্রীর আসনে বসে সে যেই পাহাড়টার দিকে ইঙ্গিত করল, সে একটা দীর্ঘ শ্বাস নিতেই তা তাকে চোখ বন্ধ করতে বাধ্য করল এবং যখন সে আবার চোখ খুলল, তখন ওই পাহাড়টা যেটা সে ইঙ্গিত করেছিল, তা কিছু কালো বিন্দু দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং উন্মত্ত পোকামাকড়ের মতো লাফাচ্ছিল তার চোখের সামনে এবং সে তার হাত দ্রুত উঠিয়ে নিল, হাতের তালু সম্প্রসারণ করে সৈন্যদের তাৎক্ষণিকভাবে নীরব হতে নির্দেশ দিলো। কয়েক মুহূর্ত পরে, সে ড্রাইভারকে ইশারা দিলো ইঞ্জিন চালু করতে, কিন্তু তার আগে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ বাতাসে ভেসে এসেছিল।

* * *

দূরে কাঁটাযুক্ত অ্যাকেশিয়া এবং টেরেবিন্থ গাছ দেখা গেল, তাদের আগে ছিল আখ ঘাস, যেখানে পাতলা ডাঁটার মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে ছিল একটা অগভীর ঝরনা। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই, সে তার আসন থেকে নেমে গাছগুলোর দিকে দৌঁড়াতে শুরু করল, একটা বালুময় ঢাল ধরে যা তাকে আস্তে আস্তে নিচের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল, আর বাকিরা গেল তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে তাদের দিকে ফিরে তাকাল না; তার দৃষ্টি নিবদ্ধিত ছিল শুধু সামনে থাকা গাছগাছালির দিকে, যেখানে শাখাগুলোর আড়াল থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর উটের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। যখন তার পা ঢালের নিচে এসে পড়ল, সে সবুজের দিকে এগিয়ে গেল, গাছের শাখা-প্রশাখা উপেক্ষা করে দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে এবং ঝরনার পাশে যেতেই সেখানে কয়েকজন আরবকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার চোখ আরবদের বিস্ফোরিত চোখের সঙ্গে মিলল এবং উটের চোখেও দেখা গেল চমকে ওঠার নজির, যেগুলো কুকুরের চিৎকারের সাথে সাথেই কয়েক পা লাফিয়ে সরে গেল। তারপর শোনা গেল ভয়ানক গোলাগুলির শব্দ।

* * *

কুকুরের চিৎকার শেষ পর্যন্ত থেমে গেল এবং সেখানে এক ধরনের শান্তি নেমে এলো। এখন একমাত্র শব্দ ছিল একটা মেয়ের দমিত কান্না, যে তার কালো